

বাংলাদেশ দুতাবাস ও স্থায়ী মিশন

ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

২১ অক্টোবর ২০২৩

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ভিয়েনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ পালন

ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস ও স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাত্তীর্থের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান শহিদ শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'শেখ রাসেল দিবস ২০২৩' পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দুতাবাস ও স্থায়ী মিশনের পক্ষ থেকে শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

০২। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। প্রথমেই দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাচ্চাসমূহ পাঠ করা হয়।

০৩। আলোচনাপর্বে বক্তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আলোচকগণ বলেন, শেখ রাসেল ১৫ আগস্টের কালরাতে ঘাতকদের হাতে নির্মম হত্যার শিকার না হলে আজ বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতো আরও একজন দূরদর্শী, মানবিক ও আদর্শ জনমানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব পেতো। মান্যবর রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন শিশু বয়সেই শহিদ শেখ রাসেলের অসাধারণ মানবিক ও নেতৃত্বের গুণাবলী ফুটে উঠেছিল। তিনি বলেন, শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে আজকে আমরা তার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর গুণাবলী দেখতে পেতাম। তিনি আরও বলেন, ঘাতকরা শহিদ শেখ রাসেলকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধু পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা সফল হয় নি। শেখ রাসেল মানবিক ও আদর্শিক সত্ত্বা হিসেবে বেঁচে আছেন সবার মাঝে। আজ সবার কাছে শহিদ শেখ রাসেল একটি ভালোবাসার নাম।

০৪। রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্যরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং উৎফুল্ল শিশু-কিশোরদের নিয়ে কেক কেটে শহিদ শেখ রাসেলের জন্মদিন উদযাপন করেন।

০৫। অনুষ্ঠান শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশের শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জন্য ছিল বিশেষ আগ্রায়নের ব্যবস্থা।

